**৬৬ পদাতিক ডিভিশনশীতকালীন যৌথ প্রশিক্ষণ**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

রংপুর, শনিবার, ২৫ পৌষ ১৪১৭, ০৮ জানুয়ারি ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

বাহিনী প্রধানগণ,

জিওসি-৬৬ পদাতিক ডিভিশন,

উপস্থিত অফিসারগণ,

জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও প্রিয় সৈনিকবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

শীতের এই মনোরম সকালে ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের শীতকালীন যৌথ প্রশিক্ষণে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে বাঙালি সৈনিক ভাইয়েরা এবং রংপুরের সাধারণ জনতা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

শহীদ হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। আমি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতার প্রতি। আমি মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা জানাই।

রংপুর সেনানিবাসের ‘রক্ত গৌরব', সৈয়দপুর সেনানিবাসের ‘বিজয় গৌরব' স্মৃতিসৌধগুলো দেশের জন্য আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাদের সামনে আজও অম্লান।

প্রিয় অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ,

লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীতার পরপরই সেনাবাহিনী পুনর্গঠন শুরু করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ৬ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় ৭২ পদাতিক ব্রিগেড। পরবর্তীতে দেশ ও জাতির প্রয়োজনে ৬৬ পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও ১৯৭১ সালে আর্টিলারী, ১৯৭২ সালে সাঁজোয়া বা ট্যাংক বাহিনী, আর্মি সার্ভিসেস কোর, অর্ডন্যান্স কোর, ইএমই কোর এবং ১৯৭৩ সালে পুনর্গঠিত মেডিক্যাল কোর যাত্রা শুরু করে।

একটি দক্ষ, যোগ্য ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপযুক্ত নেতৃত্ব তৈরির জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চ বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭৫ সালের ১১ই জানুয়ারি প্রথম বিএমএ শর্ট কোর্সের রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে তিনি সালাম গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কালের পরিক্রমায় আজ আধুনিক ও পেশাদার বাহিনী হিসাবে দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সামরিক শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে আধুনিক সরঞ্জামাদি ও উন্নত প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। তেমনি সেনাসদস্যদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করাও জরুরি।

প্রিয় অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ,

১৯৯৬-২০০১-মেয়াদে আমরা সামরিক বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করি।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে সেনাবাহিনীতে একটি কম্পোজিট ব্রিগেড, একটি পদাতিক ব্রিগেড, স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশনসহ একাধিক আর্টিলারি রেজিমেন্ট, রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, পদাতিক সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন, ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স ও ডিভ অর্ডন্যান্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এছাড়াও সেনাবাহিনীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং, বাংলাদেশ ইনফেন্ট্রি রেজিমেন্ট, আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এসব প্রতিষ্ঠানে সেনাসদস্যদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের জন্যও উন্নত শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর কল্যাণ তহবিলের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রাস্ট ব্যাংক ও হোটেল রেডিসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূর্বের ন্যায় এবারও আমাদের সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে যাবে বলে আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি।

আমরা এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন বেতন স্কেল চালু করেছি। পাশাপাশি আমি সেনাসদস্যদের রশদ বাড়িয়ে এয়ারফোর্স এবং বাংলাদেশ নেভির সমান করেছি যা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কম ছিল।

এছাড়াও অস্থায়ী কর্তব্যের জন্য দৈনিক ভাতা জেসিও ও অন্যান্য পদবীর জন্য ৮০ থেকে ১৪০ টাকার মধ্যে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি, ইন এইড টু সিভিল আ্যাডমিনিস্ট্রেশনে দায়িত্ব পালনের দৈনিক ভাতা ৯.৭৫ টাকা থেকে ২০ টাকা এবং জেসিও ও অন্যান্য পদবীর সৈনিকদের এলপিআর এর সময়কাল ৪ মাস থেকে বাড়িয়ে ৬ মাস করার কার্যক্রম নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

একইভাবে অবসরপ্রাপ্ত মৃত সৈনিক সদস্যের পারিবারিক পেনশনের হার এবং চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি আমরা সামরিক বাহিনীর সকলস্তরের সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছি।

প্রিয় অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ,

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পেশাগত কর্মকান্ড ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দেশ ও জাতির প্রয়োজনে সর্বদাই গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিশেষ করে গত নির্বাচনের আগে দ্রুততম সময়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও পরিচয়পত্র তৈরি করে সেনাবাহিনী দেশে বিদেশে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। দেশের যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেনাবাহিনী সর্বদা দুর্গত মানুষের পাশে থেকেছে।

এছাড়াও সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের মানসম্মত ও উন্নত শিক্ষা বিস্তারে আপনারা যে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন তা ইতোমধ্যে সুশীল সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

মনে রাখবেন, জনগণই দেশের শক্তি, আর আপনারা এ জনগণেরই অংশ। তাই তাঁদের আস্থা অর্জন ও তা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

এ প্রশিক্ষণ চলাকালীন আপনারা দুঃস্থ ও গরীব জনগণের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারসহ নানাবিধ চিকিৎসা প্রদান এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন।

এ জন্য আমি এই ডিভিশনের জিওসিসহ আপনাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আশি আশা করব, আপনারা এই মহতী উদ্যোগ অব্যাহত রাখবেন এবং জনগণের ভালবাসা এবং আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশ্ববাসীর কাছে একটি আধুনিক ও সময়োপযোগী সুশৃঙ্খল বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

জাতিসংঘ মিশনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ করে সেনাবাহিনীর অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত এবং বিশ্ব দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত।

জাতিসংঘ মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রথম স্থানে অবস্থান করছে। সেজন্য আপনাদের অনেকেই দ্বিতীয়বারের জন্য জাতিসংঘ মিশনে গমনের সুযোগ পাচ্ছেন। জাতিসংঘ মিশনে আরও সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে আমার সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

পাশাপাশি, মিশন এলাকায় কর্মরত সেনাসদস্যরা যাতে সহজে কম খরচে নিজ পরিবার এবং দেশে আত্মীয়স্বজনদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে আমরা তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছি।

মিশন চলাকালে অল্প খরচে একবার দেশে ছুটিতে আসা ও দৈনিক ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে জাতিসংঘ সদরদপ্তরের সাথে আলোচনা চলছে।

আমাদের সেনাবাহিনীকে আধুনিক, সুদক্ষ ও সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমার সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা পূর্বের মতই অব্যাহত থাকবে, ইনশাল্লাহ।

সুধিবৃন্দ,

জাতীয় অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার নিরিখে ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের আওতাধীন  এলাকার কৌশলগত সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষতঃ ব্যাপক কয়লা ও কঠিন শিলা খনির উপস্থিতি এ অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছে।

এই গুরুদায়িত্ব পালনে পেশাগত দক্ষতা এবং উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টায় এ ডিভিশনের সকলকে নিয়োজিত দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, পূর্বের ন্যায় এবারের প্রশিক্ষণেও আনসার এবং বিএনসিসি ক্যাডেটদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আধাসামরিক বাহিনী ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাতৃভূমি রক্ষার এ কৌশল আমাদের সেনাবাহিনীর রণকৌশলে এক ভিন্ন প্রেষণা ও নতুন মাত্রা যুক্ত করবে বলে আমি মনে করি।

সেনাবাহিনীর উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের সরকার সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, জ্বালানিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীখাতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।

রংপুর এলাকা দু বছর আগেও মঙ্গা-প্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। আমরা গত দুই বছরে রংপুর এলাকা থেকে মঙ্গা বিদায় করেছি। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এখানে ভিজিডি, ভিজিএফসহ বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কৃষকদের মধ্যে কৃষি কার্ড দেওয়া হয়েছে। ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা বছরের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে ২৩ কোটি বই বিতরণ করেছি।

১০ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। সাড়ে ২৬ হাজারের মত ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য সহকারি এবং স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। ৩০ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে। ২৪টির টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।

প্রিয় অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ,

সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে আপনারা আজ যে অনুশীলনটি প্রদর্শন করলেন তাতে আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়েছি।

আজকের এই অনুশীলনের মাধ্যমে ৬৬ পদাতিক ডিভিশন তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তার উঁচু পেশাদারিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। আমি নিশ্চিত যে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যে কোন আগ্রাসী শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করতে আমাদের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে সক্ষম।

এই সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আমি ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং এবং তাঁর অধীনস্থ সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা  করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

.....